রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

"জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন সফল হোক"

২০২২ সনের ৫ নং

বাংলাদেশ গেজেট

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, ফেব্রুয়ারি ৩, ২০২২

সূচিপত্র

	পৃষ্ঠা নং
১ম খণ্ড—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলী সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৪১—৪৪
২য় খণ্ড—প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট ব্যতীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত যাবতীয় নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলী ইত্যাদি বিষয়ক প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৪৫—৫১
৩য় খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	২১—২৪
৪র্থ খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত পেটেন্ট অফিস কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ ইত্যাদি।	নাই
৫ম খণ্ড—বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের এ্যাক্ট, বিল ইত্যাদি।	নাই
৬ষ্ঠ খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট, বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, সরকারি চাকুরী কমিশন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধস্তন ও সংযুক্ত দপ্তরসমূহ কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৬৯—৮২
৭ম খণ্ড—অন্য কোনো খণ্ডে অপ্রকাশিত অধস্তন প্রশাসন কর্তৃক জারীকৃত অ-বিধিবদ্ধ ও বিবিধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৮ম খণ্ড—বেসরকারি ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।	৫—৬
ক্রোড়পত্র—সংখ্যা	
(১) . . . . .সনের জন্য উৎপাদনমুখী শিল্পসমূহের শুমারি।	নাই
(২) . . . . .বৎসরের জন্য বাংলাদেশের লিচুর চূড়ান্ত আনুমানিক হিসাব।	নাই
(৩) . . . . . বৎসরের জন্য বাংলাদেশের টক জাতীয় ফলের আনুমানিক হিসাব।	নাই
(৪) . . . . . কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বৎসরের চা উৎপাদনের চূড়ান্ত আনুষ্ঠানিক হিসাব।	নাই
(৫) . . . . . তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহে বাংলাদেশের জেলা এবং শহরে কলেরা, গুটি বসন্ত, প্লেগ এবং অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধি দ্বারা আক্রমণ ও মৃত্যুর সাপ্তাহিক পরিসংখ্যান।	নাই
(৬) ..... তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক পরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক গ্রন্থ তালিকা।	নাই

১ম খণ্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলি সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।

ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ

আদেশ

তারিখ : ১১ কার্তিক ১৪২৮ বঙ্গাব্দ/২৭ অক্টোবর ২০২১ খ্রিষ্টাব্দ

নং **১৪.০০.০০০০.০০৬.২৭.০১০.১৯-২৭৫**—জনাব শেখ সাইফুল আলম, প্রাক্তন ডিপিএমজি ফরিদপুর বিভাগ (বর্তমান ডিপিএমজি কিশোরগঞ্জ বিভাগ, কিশোরগঞ্জ) এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগে ২৮-০৭-২০২০ খ্রি. তারিখে অভিযোগনামা জারি করা হয়। উক্ত অভিযোগনামার আলোকে কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান এবং তাকে ব্যক্তিগত শুনানির সুযোগ প্রদান করা হয়।

কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব ও ব্যক্তিগত শুনানিতে প্রাপ্ত তথ্যের সঙ্গে প্রাথমিক তদন্ত প্রতিবেদনে প্রাপ্ত তথ্যের অসামঞ্জস্যতা থাকায় বিভাগীয় মামলা নং-০১/২০২০ চালু করা হয় এবং ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের যুগ্মসচিব আইনকে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্ত কর্মকর্তা তাঁর তদন্ত প্রতিবেদনে আনীত কোনো অভিযোগই সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়নি মর্মে উল্লেখ করেন।

উপরিউক্ত পরিপ্রেক্ষিতে তদন্ত কর্মকর্তা কর্তৃক দাখিলকৃত চূড়ান্ত তদন্ত প্রতিবেদনে আনীত অভিযোগসমূহ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত না হওয়ায় অভিযুক্ত কর্মকর্তাকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা ২০১৮ এর বিধি ৭ এর উপবিধি ১২ এর আলোকে ন্যায় বিচারের স্বার্থে বিভাগীয় মামলা নং ০১/২০২০ এ আনীত অভিযোগ এর দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

মোঃ আফজাল হোসেন
সচিব।

মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মাকসুদা বেগম সিদ্দীকা, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
জননিরাপত্তা বিভাগ
আইন-২ শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ২২ কার্তিক ১৪২৮/০৭ নভেম্বর ২০২১

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০১২.২১-৯৩৮**—হবিগঞ্জ জেলার বাহুবল থানার মামলা নং ১৩/২০১২-এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে আসামীরা সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৮/৯(১)/১৩ ধারার অপরাধে জড়িত মর্মে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

২। এমতাবস্থায়, তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থ আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০১২.২১-৯৩৯**—পাবনা জেলার বেড়া থানার মামলা নং ০৬, তারিখ: ১৩-১০-২০১৯ খ্রিঃ-এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে আসামীরা সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৬(২)(ঈ)/৮/৯/১০/১২ ধারার অপরাধে জড়িত মর্মে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

২। এমতাবস্থায়, তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থ আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০১২.২১-৯৪০**—শরীয়তপুর জেলার গোসাইরহাট থানার মামলা নং ১৮, তারিখ: ৩০-০৩-২০২১ খ্রি:-এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে আসামীরা সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৬(২)(উ)/১০ ধারার অপরাধে জড়িত মর্মে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

২। এমতাবস্থায়, তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থ আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০১২.২১-৯৪১**—ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার সরাইল থানার মামলা নং-০১, তারিখ: ০১-০১-২০২১ খ্রি:-এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে আসামীরা সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৬(২)(ক)(ঈ)/৮/৯/১০/১১/১৩ ধারার অপরাধে জড়িত মর্মে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

২। এমতাবস্থায়, তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থ আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ফৌজিয়া খান
উপসচিব।

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আইন ও বিচার বিভাগ
বিচার শাখা-৭

আদেশ

তারিখ : ১৯ জানুয়ারি ২০২২ খ্রিঃ

নং **বিচার-৭/২-এন-০৫/২০১২-১৮**—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হইয়া আপনাকে (মোঃ আবু তাহের, জন্ম তারিখ: ০৩-০১-১৯৮৪ খ্রি., পিতা-মোঃ তাজ উদ্দিন, মাতা-রাবেয়া খাতুন, গ্রাম-কেওয়া, ওয়ার্ড নং-০৬, ডাকঘর-কেওয়া, উপজেলা-শ্রীপুর, জেলা-গাজীপুর।) এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে গাজীপুর জেলার শ্রীপুর পৌরসভার ০৬ ও ০৭ নং ওয়ার্ডের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোনো সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয়ে কোনো উপযুক্ত আদালতের কোনোরূপ স্থগিতাদেশ/নিষেধাজ্ঞা/স্থিতাবস্থা থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মুরাদ জাহান চৌধুরী
সিনিয়র সহকারী সচিব।

আদেশ

তারিখ : ২ ডিসেম্বর ২০২১ খ্রিঃ

নং **বিচার-৭/২-এন-৩২/৮৬(অংশ)-২২৩**—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হইয়া আপনাকে (মোঃ মামুনুর রসিদ, জন্ম তারিখ: ০১-০১-১৯৯০ খ্রিঃ, পিতা-আব্দুস সামাদ (মোল্লা), মাতা-আছিয়া খাতুন, গ্রাম-আমানতবাগ, ওয়ার্ড নং-০৯, উপজেলা-রাঙ্গামাটি সদর, জেলা-রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা।) এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার রাঙ্গামাটি পৌরসভার ০৮ ও ০৯ নং ওয়ার্ডের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোনো সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয়ে কোনো উপযুক্ত আদালতের কোনোরূপ স্থগিতাদেশ/নিষেধাজ্ঞা/স্থিতাবস্থা থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ আনোয়ারুল হক
সিনিয়র সহকারী সচিব।

ভূমি মন্ত্রণালয়

জরিপ অধিশাখা-২

বিজ্ঞপ্তি

তারিখ: ১২ পৌষ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ/২৭ ডিসেম্বর ২০২১ খ্রিষ্টাব্দ

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৯.৩৬.০১৩.১৫.২৭২—The State Acquisition And Tenancy Act, 1950 (Act XXVIII of 1951) এর 144(7) ধারা এবং Tenancy Rules, 1955 এর 34(2) বিধি অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, নিম্নবর্ণিত মৌজাসমূহের স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হয়েছে:

ক্রম	মৌজার নাম	জে. এল নম্বর	মোট খতিয়ান সংখ্যা	উপজেলার নাম	জেলার নাম
১	রামপুর	০৯	৫১৯১	মির্জাগঞ্জ	পটুয়াখালী
২	নতুন চর হোসেন	৯৪	১১১৮	ভোলা সদর	ভোলা

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

এম এম আরিফ পাশা
উপ-সচিব।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

শৃঙ্খলা-১(১) অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ৮ অগ্রহায়ণ ১৪২৮/২৩ নভেম্বর ২০২১

নং ০৫.১৮০.০২৭.০২.০০.০০২.২০২০-১৭৮—যেহেতু মোছাঃ সুলতানা পারভীন (পরিচিতি নম্বর-৬৮৮৪), প্রাক্তন জেলা প্রশাসক, কুড়িগ্রাম বর্তমানে বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (উপসচিব), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক জেলা প্রশাসক, কুড়িগ্রাম হিসেবে কর্মকালে বাংলা ট্রিবিউন অনলাইন ভিত্তিক ওয়েব পোর্টালের সাংবাদিক জনাব আরিফুল ইসলামকে মধ্যরাতে ধরে নিয়ে গিয়ে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে সাজা প্রদানের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি (শৃংখলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগে রুজুকৃত ০৫.১৮০. ২৭.০২.০০.০০২.২০২০ নম্বর বিভাগীয় মামলায় ১৮-০৩-২০২০ খ্রিঃ তারিখের ৯৭ নম্বর স্মারকের মাধ্যমে তাঁকে কারণ দর্শানোর জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়; এবং

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা মোছাঃ সুলতানা পারভীন ২৫-০৬-২০২০ খ্রিঃ তারিখে লিখিত জবাব দাখিলপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানির প্রার্থনা করলে গত ০৯-০৮-২০২০ খ্রিঃ তারিখে ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়। তাঁর লিখিত জবাব ও ব্যক্তিগত শুনানিতে প্রদত্ত মৌখিক বক্তব্য সন্তোষজনক বিবেচিত না হওয়ায় ন্যায় বিচারের স্বার্থে বিভাগীয় মামলাটি তদন্ত করার জন্য তদন্ত বোর্ড গঠন করা হয়; এবং

যেহেতু, তদন্ত বোর্ডের আহবায়ক জনাব মোঃ আলী কদর (পরিচিতি নম্বর ৫৭৩২), অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন অনুবিভাগ), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক ০২-০৫-২০২১ খ্রিঃ তারিখে দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদনে মোছাঃ সুলতানা পারভীন এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী আনীত 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে মর্মে উল্লেখ করেন; এবং

যেহেতু, তদন্ত বোর্ডের তদন্ত প্রতিবেদন ও সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রাদি পর্যালোচনান্তে অভিযুক্ত কর্মকর্তা মোছাঃ সুলতানা পারভীনকে গুরুদণ্ড প্রদানের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৭(৯) মোতাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ০৮-০৬-২০২১ খ্রিঃ তারিখের ৮৩ নম্বর স্মারকে দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করা হয়; এবং

যেহেতু, মোছাঃ সুলতানা পারভীন ২২-০৬-২০২১ খ্রিঃ তারিখে লিখিতভাবে দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর জবাব দাখিল করলে দাখিলকৃত জবাব ও তদন্ত প্রতিবেদনসহ অভিযোগের গুরুত্ব ও প্রাসঙ্গিক প্রশাসনিক বিষয়াদি বিবেচনা করে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৪(২)(খ) বিধি অনুসারে তাঁকে '০২(দুই) বছরের জন্য বেতন বৃদ্ধি স্থগিত রাখা' নামীয় লঘুদণ্ড প্রদান করা হয়; এবং

যেহেতু, মোছাঃ সুলতানা পারভীন তাঁর উপর আরোপিত উল্লিখিত লঘুদণ্ডাদেশ মওকুফের জন্য গত ০৬-০৯-২০২১ খ্রিঃ তারিখে মহামান্য রাষ্ট্রপতি সমীপে আপিল আবেদন পেশ করলে মহামান্য রাষ্ট্রপতি সদয় হয়ে মোছাঃ সুলতানা পারভীন-এর আপিল আবেদন বিবেচনা করে পূর্বে প্রদত্ত '০২(দুই) বছরের জন্য বেতন বৃদ্ধি স্থগিত রাখা' নামীয় দণ্ডাদেশ বাতিল করে তাঁকে অভিযোগের দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করেছেন;

সেহেতু, মোছাঃ সুলতানা পারভীন (পরিচিতি নম্বর-৬৮৮৪), প্রাক্তন জেলা প্রশাসক, কুড়িগ্রাম বর্তমানে বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (উপসচিব), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়-এর বিরুদ্ধে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলায় '০২(দুই) বছরের জন্য বেতন বৃদ্ধি স্থগিত রাখা' নামীয় লঘুদণ্ড প্রদান করে জারিকৃত জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের গত ১০-০৮-২০২১ খ্রিঃ তারিখের ০৫.১৮০.০২৭.০২.০০.০০২. ২০২০-১২২ নম্বর প্রজ্ঞাপনটি বাতিলপূর্বক তাঁকে অভিযোগের দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

জনস্বার্থে জারিকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

কে এম আলী আজম
সিনিয়র সচিব।

শৃংখলা-৪ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারখ: ৯ অগ্রহায়ণ, ১৪২৮বঃ/২৪ নভেম্বর, ২০২১খ্রিঃ

নং ০৫.০০.০০০০.১৮৩.২৭.০০২.২০(বিমা)-৩৭৪—যেহেতু, জনাব নাজিম উদ্দিন (পরিচিতি নম্বর: ১৭৪৪২), প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী কমিশনার, কুড়িগ্রাম (বর্তমানে সাময়িক বরখাস্ত) বাংলা ট্রিবিউনের সাংবাদিক জনাব আরিফুল ইসলাম কে মধ্যরাতে ধরে নিয়ে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনার সময় রীতি বহির্ভূত, শিষ্টাচার পরিপন্থী ও অসৌজন্যমূলক আচরণ করেন এবং যুগান্তর, প্রথম আলো, সমকাল ও বাংলাদেশ প্রতিদিনসহ বিভিন্ন প্রত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ পর্যালোচনায় দেখা যায়, তিনি গত ১৩-০৩-২০২০ তারিখ মধ্যরাতে সাংবাদিক জনাব আরিফুল ইসলাম এর বিরুদ্ধে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনার সময় এখতিয়ার বহির্ভূতভাবে সেখানে উপস্থিত ছিলেন এবং উক্ত ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালিত হওয়ার দীর্ঘ প্রায় ১৮ ঘণ্টা পর, পূর্বের তারিখ ব্যবহার করে প্রসিকিউশন পক্ষের স্বাক্ষর গ্রহণ করা হয়েছে যা এ অভিযান পরিচালনাকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে এবং এছাড়াও তিনি উক্ত সময়ে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে সাংবাদিক জনাব আরিফুল ইসলাম-এর সাথে চরম অসৌজন্য মূলক আচরণ করেন যা প্রশাসনের ভাবমূর্তি মারাত্মকভাবে ক্ষুণ্ন করেছে এবং প্রকাশিত সংবাদ পর্যালোচনায় আরও দেখা যায় যে তার অর্জিত সম্পদ তার জ্ঞাত আয়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় এবং তার এহেন আচরণে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩ (খ) ও (ঘ) বিধি মোতাবেক যথাক্রমে 'অসদাচরণ', ও 'দুর্নীতিপরায়ণ' এর

অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজু করে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ১৮-০৩-২০২০ তারিখের ০৫.০০.০০০০. ১৮৩.২৭.০০২.২০ (বিমা)-১৩৯ নম্বর স্মারকমূলে কৈফিয়ত তলব করা হয় এবং একই সাথে তিনি ব্যক্তিগত শুনানি চান কিনা তা জানতে চাওয়া হয়; এবং

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণীর আলোকে লিখিত জবাব দাখিলপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানির জন্য আবেদন করলে ০৯-০৮-২০২০ খ্রিঃ তারিখে ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয় এবং তার লিখিত জবাব ও ব্যক্তিগত শুনানির বক্তব্য সন্তোষজনক বিবেচিত না হওয়ায় ন্যায় বিচারের স্বার্থে বিভাগীয় মামলাটি তদন্ত করার জন্য ০৩(তিন) সদস্যবিশিষ্ট তদন্ত বোর্ড গঠন করা হয়; এবং

যেহেতু, তদন্ত বোর্ড তদন্ত প্রতিবেদনে সার্বিক মতামতে উল্লেখ করেন যে, জনাব নাজিম উদ্দিন (পরিচিতি নম্বর:১৭৪৪২) এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি মোতাবেক আনীত অসদাচরণের সকল অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে এবং একই বিধিমালার ৩(ঘ) বিধি মোতাবেক আনীত 'দুর্নীতিপরায়ণ' হওয়ার অভিযোগের বিষয়ে সরকারপক্ষ কোনো সাক্ষী বা দালিলিক তথ্য উপস্থাপন করতে না পারায় এই অভিযোগের যথার্থতা নিরূপণ করা সম্ভব হয়নি এবং প্রতিবেদনের আলোকে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৪(৩)(ঘ) অনুযায়ী তাকে 'চাকরি হতে বরখাস্তকরণ' শীর্ষক গুরুদণ্ড বা বিধিমালায় বর্ণিত অন্য কোনো গুরুদণ্ড আরোপের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করা হয়; এবং

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব দাখিল করেন এবং ২য় কারণ দর্শানোর জবাব ও তদন্ত প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান ও সার্বিক বিষয় পর্যালোচনা করে তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি মোতাবেক আনীত অসদাচরণের সকল অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় অভিযোগের গুরুত্ব, ২য় কারণ দর্শানোর জবাব ও প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় বিবেচনা করে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৪(৩)(ক) মোতাবেক "২(দুই) বছরের জন্য নিম্নপদে অবনমিতকরণ" গুরুদণ্ড প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় এবং প্রস্তাবিত গুরুদণ্ড আরোপের বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারী কর্মকমিশনের মতামত চাওয়া হয় এবং বাংলাদেশ সরকারী কর্মকমিশন জনাব নাজিম উদ্দিন কে "২ (দুই) বছরের জন্য নিম্নপদে অবনমিতকরণ" গুরুদণ্ড আরোপের বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তের সাথে একমত পোষণ করে;

যেহেতু, জনাব নাজিম উদ্দিন (পরিচিতি নম্বর:১৭৪৪২), প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী কমিশনার, কুড়িগ্রাম এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩ (খ) মোতাবেক 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় উক্ত বিধিমালার ধারাবাহিকতায় তাকে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩ (খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে একই বিধিমালার ৪(৩)(ক) বিধি মোতাবেক তাকে গুরুদণ্ড হিসেবে ২(দুই) বছরের জন্য নিম্নপদে অবনমিতকরণ অর্থাৎ জাতীয় বেতন স্কেলে, ২০১৫ এর ৬ষ্ঠ গ্রেড হতে ৭ম গ্রেডে অবনমিত করে সহকারী কমিশনার/সহকারী সচিব পদে নামিয়ে দেয়ার গুরুদণ্ড প্রদান করা হলো এবং দণ্ডের মেয়াদকালে তিনি ৭ম গ্রেডের ২৯,০০০/- টাকার ধাপে বেতন প্রাপ্য হবেন এবং তিনি ভবিষ্যতে উক্ত মেয়াদের কোনো বকেয়া সুবিধা প্রাপ্য হবেন না এবং একই সাথে তার সাময়িক বরখাস্তের আদেশ প্রত্যাহার করা হলো এবং তার সাময়িক বরখাস্তকাল অসাধারণ ছুটি হিসেবে গণ্য হবে।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে
কে এম আলী আজম
সিনিয়র সচিব।

শৃংখলা-৫ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারখ: ৯ অগ্রহায়ণ, ১৪২৮বঃ/২৪ নভেম্বর, ২০২১খ্রিঃ

নং **০৫.০০.০০০০.১৮৪.২৭.০০৬.২০(বিমা)-৪৯৪**—১। যেহেতু, জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম (পরিচিতি নং-১৫৮৮১), বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (উপসচিব), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় উপজেলা নির্বাহী অফিসার , কাজিপুর, সিরাজগঞ্জ হিসেবে কর্মরত থাকাকালে উক্ত উপজেলাধীন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অগ্রাধিকারমূলক জনগুরুত্বপূর্ণ আশ্রয়ণ-০২ প্রকল্পের অধীন ভূমিহীনদের জন্য ২১৭টি ঘর নির্মাণে অনিয়মের অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) ও ৩(ঘ) অনুযায়ী যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও 'দুর্নীতিপরায়ণতা'-এর অভিযোগে এ মন্ত্রণালয়ের ২৯-০৯-২০২১ তারিখের ০৫.০০.০০০০.১৮৪.২৭.০০৬.২১ (বি.মা.)-৩১৭ নং স্মারকে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কৈফিয়ত তলব করা হয় এবং একই সাথে তিনি ব্যক্তিগত শুনানি চান কিনা তা জানতে চাওয়া হয়; এবং

২। যেহেতু , অভিযুক্ত কর্মকর্তা অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রাপ্তির পর নির্ধারিত সময়ে জবাব দাখিল না করায় বিভাগীয় মামলা তদন্তের জন্য ২৯-১০-২০২০ তারিখের ০৫.০০.০০০০. ১৮৪.২৭.০০৬.২০(বি.মা)-৩৫৫ সংখ্যক স্মারকে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়; এবং

৩। যেহেতু, তদন্ত কর্মকর্তা ২১-০৬-২০২১ তারিখে দাখিলকৃত প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছেন "অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম, প্রাক্তন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, কাজিপুর সিরাজগঞ্জ যদি এককভাবে কাজ না করে সংশ্লিষ্ট কমিটিকে কাজের সাথে সম্পৃক্ত করতেন, তবে কাজের ত্রুটি বিচ্যুতি এড়ানো সম্ভব হতো এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসার উপজেলা পর্যায়ে সরকারের সর্বোচ্চ প্রশাসনিক কর্মকর্তা, তাঁর মাধ্যমে উপজেলা পর্যায়ে সরকারের যাবতীয় উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালিত হয় তাঁর কোনো অনৈতিক কাজের কারণে উপজেলা প্রশাসনের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তিনি কমিটিকে পাশ কাটিয়ে এককভাবে কাজ করে, নিরীহ শ্রমিকের টাকা পরিশোধ না করে অন্যায় কাজ করেছেন, অন্যদিকে তিনি এককভাবে কাজ করে সরকারের আর্থিক শৃংখলা ও নীতিমালা ভঙ্গ করেছেন," তদন্ত কর্মকর্তার সার্বিক মতামতে জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম (পরিচিতি নং-১৫৮৮১) উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, কাজিপুর সিরাজগঞ্জ বর্তমানে বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (উপসচিব), জনপ্রশসন মন্ত্রণালয় এর বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপিল) বিধিমালা ২০১৮ এর বিধি ৩(খ)ও ৩(ঘ)অনুযায়ী যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও 'দুর্নীতিপরায়ণতা' এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় একই বিধিমালার ৪(৫)(গ) ও (ঙ) অনুযায়ী তাঁকে গুরুদণ্ড আরোপের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করা হয়; এবং

৪। যেহেতু, জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম (পরিচিতি নং-১৫৮৮১), উপজেলা নির্বাহী অফিসার, কাজিপুর, সিরাজগঞ্জ বর্তমানে বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (উপসচিব), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় গত ১৯-১০-২০২০ তারিখে দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর জবাব দাখিল করেন এবং জবাবে তিনি উল্লেখ করেন জুন মাসের শেষ সপ্তাহে বরাদ্দ পাওয়া, অসহযোগিতা, বাঁধা, মানসম্মত কাজ নিশ্চিতে অনীহার পরিবেশসহ প্রতিকূল পরিবেশে কাজের বাস্তবায়নে অসুবিধার কারণে প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটিকে সংযুক্ত না করে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করার কারণে তিনি ক্ষমা প্রার্থনা করায় এবং তিনি একজন নবীন কর্মকর্তা বিধায় তাঁর প্রতি নমনীয় মনোভাব পোষণ করে লঘুদণ্ড আরোপের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়;

৫। সেহেতু, জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম (পরিচিতি নং-১৫৮৮১), প্রাক্তন উপজেলা নির্বাহী অফিসার, কাজিপুর, সিরাজগঞ্জ বর্তমানে বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (উপসচিব), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপিল) বিধিমালা ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(ঘ) বিধি অনুযায়ী যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও 'দুর্নীতিপরায়ণতা' এর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় উক্ত বিধিমালার ৪(২)(ঘ) বিধি অনুযায়ী তাঁকে আগামী ০২ (দুই) বছরের জন্য 'বেতন গ্রেডের নিম্নতর ধাপে অবনমিতকরণ' অর্থাৎ ৫নং গ্রেডে ৪৩,০০০-৬৯,৮৫০/-টাকা স্কেলে বর্তমানে প্রাপ্ত মূল বেতন ৫১,৩০০/-টাকা হতে বেতন গ্রেডের নিম্নধাপে ৪৩,০০০/-টাকা মূল বেতনে অবনমিতকরণ সূচক লুঘুদণ্ড প্রদান করা হলো তবে দণ্ডের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর তিনি স্বয়ংক্রিয়ভাবে ৪৩,০০০-৬৯,৮৫০ টাকার স্কেলে (৫ম গ্রেড) বর্তমানে প্রাপ্ত বেতন ধাপে প্রত্যাবর্তন করবেন। তিনি কোনো বকেয়া প্রাপ্য হবেন না।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশশক্রমে

কে এম আলী আজম
সিনিয়র সচিব।